بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡد

খুতবা জুম'আ

ইসলামী শিক্ষাই পৃথিবীকে শান্তিধামে পরিণত করবে এবং খোদার দিকে আসার বিষয়টা নিশ্চিত করবে। জগৎ একদিন বুঝতে পারবে, ইসলামী শিক্ষা নিয়ে ভাবা এবং তা মানা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই।

সৈয়্যদনা হযরত আমিরুল মো'মিনিন খলিফাতুল মসীহ্ আল খামিস (আইঃ) কর্তৃক মসজিদ বাইতুল ফুতুহ্ লন্ডন হতে প্রদত্ত ১৩ই জানুয়ারী ২০১৭-এর খোতবা জুমআর সংক্ষিপ্তসার

তাশাহুদ, তাঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

কিছু মানুষ মনে করে, ধর্ম এবং মাযহাব তাদের ধর্মীয় স্বাধীনতা খর্ব করে তাদের উপর বিধি-নিষেধ আরোপ করে। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কুরআন শরীফে বলেন– ওয়া মা জা'আলা 'আলাইকুম ফিদ্দীনে মিন হারাজ (হাজ্জ:৭৯) অর্থাৎ, ধর্মীয় বিষয়ে তোমাদের উপর কোন কষ্টদায়ক বা অসহনীয় বিষয় চাপানো হয় নি; বরং শরিয়তের উদ্দেশ্য হল মানুষের বোঝা লাঘব করা। শুধু তাই নয়, বরং তাকে সকল প্রকারের সমস্যা এবং বিপদাপদ থেকে রক্ষা করা। অতএব, খোদার এ নির্দেশে স্পষ্ট করা হয়েছে যে, ইসলাম ধর্ম, যা তোমাদের জন্য অবতীর্ণ করা হয়েছে, তাতে এমন কোন নির্দেশ বা আদেশ-নিষেধ নেই, যা তোমাদেরকে সমস্যার মুখে ঠেলে দিতে পারে। বরং ছোট-ছোট থেকে শুরু করে বড়-বড় প্রতিটি নির্দেশ রহমত ও কল্যা ণের কারণ হয়ে থাকে। অতএব, এটি মানুষের চিন্তাধারার ভ্রান্তি, খোদার বাণী ভুল হতে পারে না। যদি আল্লাহ্ তা'লার সৃষ্টি হয়ে আমরা তাঁর নির্দেশাবলী অনুসারে জীবনযাপন না করি, তাহলে নিজেরাই নিজেদের ক্ষতি করব। মানুষ যদি বিবেক -বুদ্ধি না খাটায়, তাহলে শয়তান, যে কি-না প্রথম দিন থেকেই এই প্রতিজ্ঞা করে রেখেছে যে, আমি মানুষকে বিভ্রান্ত করে তাকে ক্ষতিগ্রস্ত করব, সে মানুষকে ধ্বংসের গহ্বরে ঠেলে দিবে। অতএব, যদি শয়তানের হামলা থেকে মুক্ত থাকতে হয়, তাহলে খোদার নির্দেশাবলী মেনে চলা আবশ্যক। এমন কিছু বিষয় আছে যা আপাত দৃষ্টিতে অনেক তুচ্ছ হয়ে থাকে, কিন্তু কালের প্রবাহে সেগুলোকে তুচ্ছ বা সামান্য বিষয় মনে করার কারণে সেগুলোর ফলাফল অত্যন্ত ভয়ানক রূপ ধারণ করে। তাই একজন মু'মিনের কখনোই কোন একটি নির্দেশকেও তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়। আজকাল আমরা দেখি যে, পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষ ধর্ম থেকে দূরে সরে পড়েছে। এর ফলে তাদের ভালোমন্দের মাপকাঠি ক্রমশঃ বদলে যাচ্ছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ এ যুগে আমরা দেখি যে, স্বাধীনতা এবং ফ্যাশনের নামে সর্বত্র নারীপুরুষের মাঝে নগ্নতা ছড়িয়ে পড়ছে। প্রকাশ্যে নির্লজ্জ কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়া হল উন্নত হওয়ার লক্ষণ। লজ্জাবোধ নামের কোন কিছু আর অবশিষ্ট নেই। আর জানা কথা যে, এর কুপ্রভাব আমাদের ছেলেমেয়েদের উপরও পড়বে, যারা এখানে তাদের মাঝেই বসবাস করে; আর কোন কোন ক্ষেত্রে তা পড়ছেও। কতক মেয়ে যখন যৌবনে পদার্পন করে তখন আমাকে লিখে যে, 'ইসলামে পর্দা করা আবশ্যক কেন? কেন আমরা আঁটসাঁট জিনস এবং ব্লাউজ পরে বোরকা বা কোট ছাড়াই ঘর থেকে বাহিরে যেতে পারব

না; কেন আমরা এখানকার ইউরোপীয় স্বাধীন মেয়েদের মত পোষাক পরিধান করতে পারব না?' প্রথম কথা হল, আমাদের সর্বদা স্মরন রাখতে হবে যে, যদি আমাদেরকে ধর্মে উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে হয়, তাহলে ধর্মীয় শিক্ষা আমাদেরকে মেনে চলতে হবে। যদি আমরা এটি বলতে চাই যে, আমরা মুসলমান আর আমরা ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত, তাহলে বিধি-নিষেধও অবশ্যই মেনে চলতে হবে; আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর কথা ও নির্দেশাবলী ও অবশ্যই মেনে চলতে হবে। মহানবী (সা.) বলেছেন, লজ্জাবোধ ঈমানের অংশ। অতএব, শালীন পোষাক এবং পর্দা আমাদের ঈমানকে রক্ষা করার জন্য আবশ্যক। উন্নত বিশ্ব যে স্বাধীনতা এবং উন্নতির নামে লজ্জাশীলতাকে জলাঞ্জলী দিচ্ছে তার কারণ হল, এরা ধর্ম থেকে অনেক দূরে সরে গেছে। এক আহ্মদী মেয়ে যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনেছে, সে অঙ্গীকার করেছে যে, আমি ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য

দেব। এক আহ্‌মদী ছেলে যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মেনেছে, এক আহ্‌মদী পুরুষ বা মহিলা যে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে মেনেছে, সে ধর্মকে জাগতিকতার উপর প্রাধান্য দেওয়ার অঙ্গীকার করেছে। আর এই প্রাধান্য তখন প্রদান করা হবে, যখন সে ধর্মের শিক্ষা অনুসারে আমল করবে। এটিও আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) প্রতিটি কথা আমাদের সম্মূখে খোলাসা করে বর্ণনা করেছেন, পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করেছেন। এই পর্দাহীনতা এবং নির্লজ্জতা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে এক জায়গায় তিনি লিখেন, 'মানুষ ইউরোপের মত পর্দাহীনতার উপর জোর দিচ্ছে, কিন্তু এটি কখনোই উচিত নয়। এই লাগামহীন নারী-স্বাধীনতাই অবাধ্যতা, অনাচার ও লাম্পট্যের মূল। যেসব দেশ এমন লাগামহীন স্বাধীনতা দিয়ে রেখেছে তাদের নৈতিক অবস্থার কথা একটু ভাব। যদি তাদের লাগামহীন স্বাধীনতা এবং পর্দাহীনতার কারণে তাদের সম্ভ্রম ও পবিত্রতার মান উন্নত হয়ে থাকে, তাহলে আমরা মেনে নেব যে আমরা ভ্রান্তিতে রয়েছি। কিন্তু একথা দিবালোকের মত স্পষ্ট যে যখন নরনারী যৌবনে থাকবে আর একই সাথে স্বাধীনতা এবং পর্দাহীনতাও থাকবে, তখন তাদের সম্পর্ক কতটা ভয়াবহ হবে! বেশিরভাগ ক্ষেত্রে কুদৃষ্টি এবং প্রবৃত্তির তাড়নায় পরাস্ত হওয়া মানুষের বৈশিষ্ট্য। তাহলে অবস্থা যখন এমন হবে যে পর্দার ক্ষেত্রে ভারসাম্যহীনতা রয়েছে; মানুষ অনাচার, কদাচার এবং লাম্পট্যে লিপ্ত– তো এমন পরিস্থিতিতে লাগামহীন স্বাধীনতা থাকলে কী না হবে? পুরুষদের অবস্থা একটু ভাব যে তারা কেমন লাগামহীন ঘোড়ার মত হয়ে গেছে। না আছে খোদার ভয়, আর না আছে পরকালের বিশ্বাস। জাগতিক ভোগবিলাসকে নিজেদের মাবুদ বানিয়ে রেখেছে। তাই সর্বপ্রথম যা আবশ্যক তা হল, এই স্বাধীনতা ও পর্দাহীনতার পূর্বে পুরুষদের চারিত্রিক অবস্থার সংশোধন কর। যদি এর সংশোধন হয়ে যায়; যদি পুরুষদের ভিতর এতটা শক্তি এসে যায় যার ফলে তারা রিপুর তাড়নার স্বীকার হ বে না, তখন এ বিতর্কের সূত্রপাত করতে পার যে, পর্দা আবশ্যক, না-কি আবশ্যক নয়? নতুবা বর্তমান পরিস্থিতিতে এ কথার উপর জোর দেওয়া যে, স্বাধীনতা চাই, পর্দার প্রয়োজন নেই– এটি বাঘের সামনে ছাগল উপহার দেওয়ার নামান্তর। এদের কী হয়েছে যে এরা কোন কথার পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা করে না? অন্ততপক্ষে নিজেদের বিবেক-বুদ্ধি খাঁটাক যে পুরুষদের কি এতটা সংশোধন হয়ে গেছে যে, মহিলাদেরকে তাদের সামনে পর্দা খুলে উপস্থাপন করা যেতে পারে?'

আজকের সমাজে যে সমস্ত পাপ আমাদের চোখে পড়ে, তা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর প্রত্যেকটি শব্দের সত্যায়ন করে। অতএব, প্রত্যেক আহ্‌মদী ছেলে-মেয়ে এবং নারী-পুরুষকে নিজেদের লজ্জাশীলতার মানকে উন্নত করে সমাজের নোংরামি থেকে মুক্ত থাকার চেষ্টা করা উচিত। এ প্রশ্ন তৈরি হওয়া বা এটি নিয়ে হীনম্মন্যতার শিকার হওয়া উচিত নয় যে, পর্দা কেন আবশ্যক; কেন আমরা আঁটসাঁট জিনস আর ব্লাউজ পরতে পারব না? এটি পিতা-মাতার দায়িত্ব, বিশেষ করে মায়েদের দায়িত্ব যে, ছোটকাল থেকেই ছেলেমেয়েদের ইসলামী শিক্ষা এবং সমাজের পংকিলতা সম্পর্কে অবহিত করা। কেবল তখনই আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম ধর্মের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে আর তথাকথিত উন্নত সমাজের বিষবাষ্প থেকে মুক্ত থাকতে পারবে। এসব দেশে বসবাস করে সন্তান-সন্ততিকে ধর্মের সাথে সম্পৃক্ত রাখার জন্য এবং তাদের লজ্জা-সম্ভ্রম সুরক্ষিত রাখার জন্য পিতা-মাতার অনেক বড় সংগ্রাম ও প্রচেষ্টা করার প্রয়োজন রয়েছে। এর জন্য নিজেদের উৎকৃষ্ট নমুনাও প্রদর্শন কর তে হবে। সম্প্রতি এক মেয়ে আমাকে পত্র লিখেছে যে, 'আমি অনেক পড়ালেখা করেছি, ব্যাংকে ভালো চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। আমি জানতে চাই, সেখানে যদি পর্দা এবং হিজাবের উপর বিধি-নিষেধ থাকে আর কোটও যদি পরিধানের অনুমতি না থাকে, তাহলে কি আমি এ চাকরি করতে পারব? কাজ থেকে বেরিয়েই পর্দা করব।' সে লিখেছে, 'আমি শুনেছি যে আপনি বলেছেন, যে সমস্ত মেয়েরা চাকরি করে তাদের চাকরিস্থলে তারা বোরকা বা হিজাব শিথিল করে কাজ করতে পারে।' এই মেয়ের ভিতর এতটা সততা রয়েছে যে সে একইসাথে একথাও লিখেছে যে, আপনি নিষেধ করলে আমি চাকরি করব না।

হুজুর আনোয়ার (আইঃ) বলেন যে এটি একজন নয় বেশ কয়েকটিমেয়ে এই প্রশ্ন করেছে। প্রথম কথা হল, অনেক ক্ষেত্রে, অনেক পরিস্থিতিতে ডাক্তারদের সীমাবদ্ধতা থাকে; সেখানে প্রথাগত বোরকা বা হিজাব পরে কাজ করা সম্ভব নয়। যেমন, অপারেশনের সময় তাদের পোষাক এমন হয়ে থাকে যে, মাথায় টুপি থাকে, মাস্ক থাকে আর ঢিলাঢালা গাউন পরিধান করে। এই সময়টি ছাড়া ডাক্তাররাও পর্দার ভেতর থেকে কাজ করতে পারে। রাবওয়াতে আমাদের ডাক্তার ফাহ্‌মিদা সাহেবা ছিলেন, আমরা তাকে সবসময় পর্দা করতে দেখেছি। ডাক্তার নুসরাত জাহান সাহেবাও ছিলেন, তিনি খুব ভালো পর্দা করতেন।

অনুরূপভাবে নারী গবেষকদের আমি বলেছিলাম, কোন মেয়ে যদি এত মেধাবী হয় যে সে গবেষণা করে, আর গবেষণাগারে তাকে বিশেষ পোষাক পরিধান করতে হয়, তাহলে সেখানে সে হিজাব না নিয়েও সেই পরিবেশের পোষাক পরিধান করতে পারে। সেখানেও তারা টুপি ইত্যাদি পরে থাকে। কিন্তু বাহিরে বের হবার সাথে সাথেই ইসলাম যেমন নির্দেশ দিয়েছে সেরকম পর্দা করা উচিত। ব্যাংকের চাকরি এমন কোন চাকরি নয় যার মাধ্যমে মানবতার সেবা হচ্ছে। তাই সাধারণ চাকরির ক্ষেত্রে, যেখানে মেয়েরা দৈনন্দিন পোষাক এবং মেকাপের মাঝে থাকে এবং সেখানে কোন বিশেষ পোষাক পরতে হয় না, এমন

চাকরিস্থলের জন্য পর্দা শিথিল করা বা পর্দা না করার অনু মতি দেওয়া যেতে পারে না। তাই স্মরণ রাখতে হবে যে, লজ্জাবোধের সুরক্ষার জন্য শালীন পোষাক পরিধান করা আবশ্যক। আর পর্দার যে প্রচলিত রীতি রয়েছে তা শালীন পোষাকেরই একটি রূপ। আপনি যদি পর্দায় শৈথল্য দেখান, তাহলে নানা অজুহাত-বাহানা করে শালীন পোষাকও আপনি সংক্ষিপ্ত করতে থাকবেন, আর এই সমাজের স্রোতে বয়ে যাবেন যেখানে আগে থেকেই নির্লজ্জতা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। বস্তুজগতের মানুষ অনেক আগে থেকেই এ ষড়যন্ত্রে লিপ্ত যে, যারা নিজেদের ধর্মীয় শিক্ষা অনুসরণ করে, বিশেষ করে যারা মুসলমান, তাদেরকে কিভাবে ধর্ম থেকে দূরে ঠেলে দেওয়া যায়।

ইসলামবিরোধী অপশক্তিগুলো মুসলমানদের মধ্য থেকে ধর্মীয় শিক্ষা এবং মূল্যবোধকে ধ্বংস করার জন্য সর্বশক্তি প্রয়োগ করছে। এরা এই অপচেষ্টায় লিপ্ত যে, ধর্মকে যেন বাকস্বাধীনতা আর ব্যক্তিস্বাধীনতার নামে এমনভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া যায় যে কেউ তাদের বিরুদ্ধে এই আপত্তি করতে না পারে যে, দেখ গায়ের জোরে ধর্মকে ধ্বংস করছে; বরং মানুষ যেন তাদেরকে সহানুভূতিশীল মনে করে; শয়তানের মত উপরে উপরে সাধু সেজে ধর্মের ওপর হামলা করা চাই। কিন্তু আমাদের স্মরণ রাখতে হবে, এ যুগে ইসলামের পুনরুজ্জীবনের দায়িত্ব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামা'তের উপর ন্যাস্ত হয়েছে;আর এর জন্য আমাদেরকে সর্বাত্মক চেষ্টা করতে হবে, আর কষ্টও সহ্য করতে হবে। আমরা তাদের সাথে ঝগড়া বিবাদে তো লিপ্ত হব না, কিন্তু বুদ্ধিমত্তার সাথে তাদের সাথে বোঝাপড়াও করতে হবে। আজকে আমরা যদি তাদের এমন একটি কথা মেনে নিই যার সম্পর্ক আমাদের ধর্মীয় শিক্ষার সাথে, তাহলে ধীরে ধীরে আমাদের অনেক কথা আর অনেক শিক্ষার উপর বিধি-নিষেধ আরোপিত হতে থাকবে। আমাদের দোয়ার উপরও জোর দিতে হবে যেন খোদা তা'লা আমাদেরকে এসমস্ত শয়তানী ষড়যন্ত্রের মোকাবেলা করার শক্তি এবং মনোবল দান করেন এবং আমাদের সাহায্য করেন। যদি আমরা সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকি, আর অবশ্যই আমরা সত্যের উপরই রয়েছি; তাহলে একদিন আমাদের বিজয় অবশ্যম্ভাবি। ইসলামী শিক্ষাই পৃথিবীতে জয়যুক্ত হবে।

কিন্তু ইসলাম, যা আজ পর্যন্ত সুরক্ষিত ও অবিকৃত রয়েছে, তা চিরস্থায়ী ধর্ম; কুরআনী শিক্ষামালা চিরকালের জন্য। তাই আমাদের কোন প্রকার হীনম্মন্যতার শিকার না হয়ে নিজেদের শিক্ষার ওপর আমল করার চেষ্টা করা উচিত এবং এর উপর প্রতিষ্ঠিত থাকার বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত। অন্যদেরও বলা উচিত যে, তোমরা যেসব কথা বল তা খোদার ইচ্ছার পরিপন্থী এবং ধ্বংসের পথে পরিচালনাকারী। ইসলাম এমন কোন ধর্ম নয় যা উদ্ভট বিধি-নিষেধের শিকলে মানুষকে আবদ্ধ করবে।

আমাদের আহ্মদীদের সবসময় স্মরণ রাখতে হবে যে, এই যুগ বড় ভয়াবহ যুগ। শয়তান চতুর্দিক থেকে ভয়াবহ হামলা করছে। যদি মুসলমানরা, বিশেষ করে আহ্মদী মুসলমানরা নারী-পুরুষ-যুবক নির্বিশেষে সকলেই ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত রাখার চেষ্টা না করেন, তাহলে আমাদের আধ্যাত্মিক জীবনের কোন নিশ্চয়তা নেই। অন্যদের চেয়ে আমরা আরও বেশি আল্লাহ্ তা'লার শাস্তির শিকার হব; কেননা আমরা সত্য বুঝেছি, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) আমাদেরকে বুঝিয়েছেন, তা সত্ত্বেও আমরা তা মেনে চলি নি। অতএব যদি আমরা নিজেদেরকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করতে চাই, তাহলে প্রতিটি ইসলামী শিক্ষার ক্ষেত্রে আত্মবিশ্বাস নিয়ে পৃথিবীতে জীবনযাপন করতে হবে। এই কথা মনে করবেন না যে, এসব উন্নত দেশের উন্নতি আমাদের উন্নতি এবং জীবনের নিশ্চয়তা দিবে, আর এগুলোর অন্ধ অনুকরণের মাঝেই আমাদের জীবন নিহিত। এসব উন্নত দেশের উন্নতি চরম পর্যায়ে পৌঁছেছে, আর এখন এদের চরিত্রের যা অবস্থা বা এদের নৈতিকতা বিবর্জিত কর্মকান্ড– তা তাদেরকে অধঃপতনে নিয়ে যাচ্ছে, আর এর লক্ষণাবলীও প্রকাশ পেয়ে গেছে। এরা খোদার ক্রোধকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে এবং ধ্বংসকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। এমন পরিস্থিতিতে আমাদেরকে তাদের গড্ডালিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে দেওয়ার পরিবর্তে, মানবিক সহমর্মিতার বশবর্তী হয়ে উল্টো তাদেরকে সঠিক রাস্তার দিকে ডেকে এনে রক্ষার চেষ্টা করতে হবে। যদি এদের সংশোধন না হয়, যা কি-না তাদের অহংকার এবং ধর্মের সাথে দূরত্বের কারণে আপাত দৃষ্টিতে অসম্ভব বলে মনে হচ্ছে, তাহলে পৃথিবীর উন্নতির ক্ষেত্রে ভবিষ্যতে সেসব জাতি ভূমিকা পালন করবে যারা চারিত্রিক এবং ধর্মীয় মূল্যবোধকে প্রতিষ্ঠিত করবে। অতএব আমি যেভাবে পূর্বেও বলেছি যে, আমাদের, বিশেষ করে যুবক শ্রেণির আল্লাহ্‌র শিক্ষা সম্পর্কে ভাবতে হবে। জাগতিক ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে এর অন্ধ অনুকরণ করার পরিবর্তে আপনার পিছনে জগতবাসীকে চালানোর চেষ্টা করুন। আমি পর্দা এবং পোষাকের প্রসঙ্গে কথা আরম্ভ করেছিলাম। এই প্রেক্ষাপটে এটিও বলতে চাই এবং পরিতাপের সাথে বলতে চাই যে কেউ কেউ বলে, 'ইসলাম এবং আহ্মদীয়াতের উন্নতির জন্য কি কেবলমাত্র পর্দাই জরুরি বিষয়?' কেউ বলে, 'এই শিক্ষা এখন সেকেলে হয়ে গেছে, আর আমাদের যদি জগতবাসীর মোকাবেলা করতে হয় তাহলে এগুলো আমাদেরকে বাদ দিতে হবে।' **নাঊযুবিল্লাহ্**! এমন লোকদের সামনে স্পষ্ট হওয়া উচিত যে, যদি দুনিয়ার কীটদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেন আর তাদের মত জীবন যাপন করেন, তাহলে এই পৃথিবীর মোকাবেলা করার পরিবর্তে নিজেরা তাতে হারিয়ে যাবেন; আর নামাযেরও কেবল বাহ্যিকতাই অবশিষ্ট থাকবে, বা অন্য কোন নেকীও যদি করেন বা ধর্মীয় শিক্ষা মেনে চলেন তবে তার বাহ্যিক দিকগুলোই কেবল থাকবে; এবং তাও ধীরে ধীরে একসময় মুছে যাবে।

অতএব খোদার কোন নির্দেশকে তুচ্ছ জ্ঞান করা উচিত নয়। এটি সত্যিই ভয়ঙ্কর একটি বিষয়। ইসলামের উন্নতির জন্য প্রত্যেক সেই বিষয় আবশ্যক এবং অবধারিত, যার নির্দেশ খোদা এবং তাঁর রসূল (সা.) দিয়েছেন। পর্দার কঠোরতা শুধু নারীদের জন্যই নয়। ইসলামী বিধি-নিষেধ কেবল নারীদের জন্যই নয়, বরং নর ও নারী উভয়কে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা প্রথমে পুরুষদের শালীনতা এবং লজ্জাশীলতা ও পর্দার নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি বলেন, **'কুল লিলমু'মিনীনা ইয়াগুয্যু মিন আবসারিহিম ওয়া ইয়াহ্ফাযু ফুরুজাহুম, যালিকা আযকা লাহুম, ইন্নাল্লাহা খাবিরুম বিমা ইয়াসনাউন'** মু'মিনদের বলে দাও যে নিজেদের দৃষ্টি অবনত রাখ আর লজ্জাস্থানের হেফাযত কর, এটি তাদের জন্য বেশি পবিত্রতার কারণ হবে। নিশ্চয় তোমরা যা কর তা সম্পর্কে তিনি সম্যক অবহিত।

আল্লাহ্ তা'লা মু'মিন পুরুষকে প্রথমে সম্বোধন করেছেন যে, দৃষ্টি অবনত রাখ কেননা **'যালিকা আযকা লাহুম'**– এটি তাদের পবিত্রতার জন্য আবশ্যক। যদি পবিত্রতা না থাকে তাহলে খোদা লাভ হয় না। তাই মহিলাদের পর্দার কথা বলার পূর্বে পুরুষকে বলেছেন যে, প্রত্যেক এমন বিষয় যার ফলে তোমাদের নেতিবাচক কামনা-বাসনা জাগ্রত হতে পারে তা এড়িয়ে চল।

অতএব কোন আহমদী মেয়ে বা মহিলার বা কোন ছেলের কোন প্রকার হীনম্মন্যতার শিকার হওয়ার প্রয়োজন নেই। ইসলামী শিক্ষাই পৃথিবীকে শান্তিধামে পরিণত করবে এবং খোদার দিকে আসার বিষয়টা নিশ্চিত করবে। জগৎ একদিন বুঝতে পারবে, ইসলামী শিক্ষা নিয়ে ভাবা এবং তা মানা ছাড়া কোন গত্যন্তর নেই। পুরুষদেরকে এই নির্দেশ যে 'দৃষ্টি অবনত রাখ, নারীর সম্মান প্রতিষ্ঠা কর'– এটি দেয়ার পর মহিলাদেরকে বিষদভাবে নির্দেশ দিয়েছেন যে তোমাদেরকেও দৃষ্টি অবনত রাখতে হবে। আর এটি বলেছেন যে কিভাবে এবং কাদের সামনে পর্দা করতে হবে। যদি এই কথাগুলো মেনে চল, তবে তোমরা সফল হবে। শেষের দিকে আল্লাহ্ তা'লা বলেন যে, পর্দা এবং লজ্জাবোধ তোমাদের সাফল্যের প্রতীক, তোমাদের ইহকাল এবং পরকালের সাফল্য সুনিশ্চিত হবে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এক জায়গায় বলেন যে, আজকাল পর্দার ওপর হামলা করা হয়। কিন্তু এরা জানে না যে ইসলামী পর্দার অর্থ কারাগার নয়, বরং এটি একপ্রকার বাধা যেন তারা পরস্পরকে দেখার সুযোগ না পায়। পর্দা যদি থাকে তাহলে স্খলন থেকে রক্ষা পাবে।

সৌন্দর্য কাদের সামনে প্রকাশ করা যায় এর বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে। নিকটাত্মীয়, ভাই-বোন, স্বামী, পিতা, তাদের সন্তান-সন্ততির কথা বলা হয়েছে যে, তাদের সাথে পর্দার প্রয়োজন নেই। মেকআপ ইত্যাদি সাজ-সজ্জা তাদের সামনে প্রকাশ করা যেতে পারে, এর বাহিরে নয়। এর বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা প্রকাশ ক রেছেন আর সেই সব আত্মীয়-স্বজনের কথাও আল্লাহ্ তা'লা উল্লেখ করেছেন। আর তাও সেসব সৌন্দর্য যা প্রকাশ পাওয়া স্বাভাবিক, যেমন চেহারা, উচ্চতা ইত্যাদি-এই ধরণের সৌন্দর্য। এর অর্থ এটি নয় যে, তাদের সামনেও ঘরে টাইট জিন্স বা ব্লাউজ পরে ঘোরাঘুরি করবে বা এমন পোশাক পরবে যার ফলে অন্য কোন কিছু প্রকাশ পায়। এমন আত্মীয়-স্বজনের সামনেও এ ধরণের পর্দা করা আবশ্যক।

হুজুর (আইঃ) বলেন, অনুরূপভাবে আরেকটি কথা মুরব্বীদের এবং তাদের স্ত্রীদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই যে, তারাও যেন নিজেদের পোশাক এবং দৃষ্টি সংযত রাখার ক্ষেত্রে সাবধান থাকে। জামাত তাদের আদর্শ দেখে থাকে। মুরব্বী এবং মুবাল্লেগদের স্ত্রীরাও মুরব্বীই হয়ে থাকেন। তাদের সব বিষয়ে উন্নত দৃষ্টান্ত স্থাপন করা উচিত। আল্লাহ্ তা'লা করুন যেন আমাদের পুরুষরাও এবং আমাদের নারীরাও লজ্জাশীলতার উন্নত মান প্রতিষ্ঠাকারী হন, আর আমরা সবাই যেন সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলামী শিক্ষামালা মেনে চলি।

Khulasa Khutba Juma Huzoor Anwar (atba), Bangla 13th Jan, 2017

BOOK POST (PRINTED MATTER)

To .....

.....

From: Ahmadiyya Muslim Mission, Uttar hajipur, Diamond Harbour, 743331, 24Parganas (s), W.B